আন্ড্রয়িড স্মার্টফোনের মজার সব অ্যাপ্লিকেশন

রিয়াদ জোবায়ের

বর্তমানে অ্যান্ড্রয়িড স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এ স্মার্টফোনের উপযোগী কিছু মজার অ্যাপ্লিকেশনের বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

বেনজো

একসাথে যদি সবগুলো সামাজিক যোগাযোগকারী ওয়েবসাইটগুলোতে অ্যাক্টিভ থাকা যায় কেমন হয়? বেনজো এমনি একটি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন, যা আপনাকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগে একসাথে যুক্ত রাখে ও জানিয়ে দেয় আপনার চারপাশে কোথায় কী ঘটছে।

বেনজোতে যেসব সুবিধা থাকছে

একই সাথে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্ট্রাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগে যুক্ত থাকা। পছন্দের জায়গাটি ম্যাপ অনুসারে খুঁজে বের করে। বন্ধুরা ঠিক কোন জায়গায় আছে তা জানিয়ে দেয়। এমনকি কাছাকাছি কোন বন্ধুটি আছে তাও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : আন্ড্রয়িড ২.২ বা তার বেশি।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ৯.১ মেগাবাইট।

যেখান থেকে ফ্রি ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/HJwyv অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Banjo likhe।

ক্লিন মাস্টার (ক্লিনার)

যারা নিজেদের পছন্দের ফোনটি রাখতে চান নিরাপদ ও অবাঞ্ছিত ফাইলমুক্ত, তাদের মোটামুটি পছন্দের তালিকাতে প্রথমেই থাকবে ক্লিন মাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটি।

ক্লিন মাস্টারে যেসব সুবিধা থাকছে

ক্লিন মাস্টার মোবাইল ফোনের বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ফাইল ডিলিট করে যেমন নিরাপদ রাখে, তেমনি ক্যাশ ফাইল ও রেসিডুয়াল ফাইল এবং সার্চ হিস্ট্রি ডিলিট করে ফোনের প্রয়োজনীয় জায়গা বাঁচায়। এর অ্যাপম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা ফোন মেমরি থেকে মেমরি কার্ডে বা মেমরি কার্ড থেকে ফোন মেমরিতে স্থানান্তর করতে পারে। এছাড়া এ ব্যবস্থায় অ্যাপ্লিকেশন ডিলিট বা ডাউনলোড করা অ্যাপ্লিকেশন ফোন মেমরিতে ব্যাকআপ হিসেবে রাখা যায়। টাস্ক কিলার অপশন মোবাইলকে দ্রুতগতির ও অধিক ব্যাটারি ব্যাকআপ নিশ্চিত করতে অপ্রয়োজনীয় টাস্ক বন্ধ রাখে।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : আন্ড্রয়িডের মোটামুটি সব ভার্সনেই।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ৪.২ মেগাবাইট।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/VB33j অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Clean Master (Cleaner) লিখে।

রিদমিক কীবোর্ড

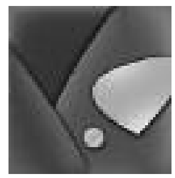

স্মার্টফোনে বাংলা না লিখতে পারাটা বেশ বিরক্তিকর ব্যাপার, বিশেষ করে বাংলায় ফেসবুক স্ট্যাটাস আপডেট, মেইল কিংবা ডিকশনারিতে বাংলা থেকে ইংরেজিতে কোনো শব্দ খুঁজতে গেলে বাংলা লেখার জন্য একটি ভালোমানের অ্যাপ্লিকেশন হলো রিদমিক কীবোর্ড।

রিদমিক কীবোর্ডে যেসব সুবিধা থাকছে

কীবোর্ডটি ব্যবহার করে ফনেটিক কীবোর্ডের মতো বাংলা লেখা যাবে। এছাড়া ইউনিজয় ও জাতীয় দুটি লেআউট ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যাবে। ফলে বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি শব্দের সঠিক বানান দ্রুত লেখা যাবে এ কীবোর্ডে। এর ইন্টার বাটন দীর্ঘক্ষণ প্রেস করলে লেখার সাথে ব্যবহারের জন্য অনেকগুলো স্মাইলি পাওয়া যাবে।

X, C, V দীর্ঘক্ষণ প্রেস করলে যথাক্রমে লেখা কাট, কপি বা পেস্ট করা যাবে এবং এ অ্যাপ্লিকেশন থেকেই সরাসরি ফেসবুকে স্ট্যাটাস আপডেট দেয়া যাবে।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : আন্ড্রয়িড ২.২ বা তার বেশি।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ২.৭ মেগাবাইট।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/TEbiU অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Ridmik Keyboard (Bangla) লিখে।

ভোল্ট

মোবাইল ফোনে ব্যক্তিগত কোনো তথ্য বা ফাইল লুকিয়ে রাখা বা পাসওয়ার্ড দিয়ে সবার কাছ থেকে নিরাপদ রাখতে চান তারা নির্ভাবনায় ও সহজেই ব্যবহার করতে পারেন ভোল্ট অ্যাপ্লিকেশনটি।

স্মার্ট টাস্কবার

একটি অ্যাপ্লিকেশন চলমান অবস্থায় সেখান থেকেই আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন বের করতে স্মার্ট টাস্কবারের জুড়ি মেলা ভার। ধরুন, ইন্টারনেটে কোনো পেজ ব্রাউজ করছেন, এমন সময় সেই পেজটি রেখেই একটি ছবি দেখবেন, মুহূর্তের জন্য এ সময় স্মার্ট টাস্কবার সবচেয়ে বেশি কাজ দিতে পারে।

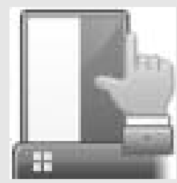

স্মার্ট টাস্কবারে যেসব সুবিধা থাকছে

অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশনের ক্রম লেভেল তৈরি করা যায়। অ্যাপ্লিকেশনটির সাহায্যে খুব দ্রুত আনইনস্টল, অ্যাপ্লিকেশন জোরপূর্বক বন্ধ, ডাটা ক্লিয়ার করাসহ অনেক কাজ করা যায়। নিজের পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনগুলো শর্টকাট করে রাখা যায়। ফলে খুব সহজেই হাতের নাগালে থাকে সবকিছু।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : আন্ড্রয়িড ১.৫ বা তার বেশি।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ৭৩০ কিলোবাইট।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/4cmQu অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Smart Taskbar লিখে।

ভোল্টে যেসব সুবিধা থাকছে

ইচ্ছেমতো অ্যাপ্লিকেশনগুলো ভোল্টে লুকিয়ে রাখা যাবে। অ্যাপ্লিকেশনটি বের করতে অবশ্যই পাসওয়ার্ড দিতে হবে। ছবি ও ভিডিও লুকিয়ে রাখা যাবে। ভোল্টে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে এর মাঝেই গোপন ছবি ও ভিডিওগুলো দেখা যাবে, আবার হটাৎ করে বেরিয়ে গেলেও ফাইলগুলো নিরাপদেই থাকবে।

ভোল্টে প্রাইভেট কন্টাক্ট তৈরি করা যায়। ফলে আলাদা আলাদা গোপনীয় ম্যাসেজ, কললিস্ট ও মোবাইল নাম্বার লুকিয়ে রাখা যায় এর সাহায্যে।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : আন্ড্রয়িড

(বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়)

আন্ড্রয়িড স্মার্টফোনের মজার সব অ্যাপ্লিকেশন

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

২.২ বা তার বেশি।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ২.৩ মেগাবাইট।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/OXg2l অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Vault লিখে।

গো লঞ্চার এক্স

আন্ড্রয়িড ফোনের স্ক্রিন নানা থিম ও ইফেক্ট দিয়ে সাজাতে গো লঞ্চার এক্স একটি অপরিহার্য অ্যাপ্লিকেশন। বিশেষ করে যাদের পুরনো থিম দেখতে একঘেয়েমি লাগে তাদের জন্য তো অবশ্যই।

গো লঞ্চার এক্সে যেসব সুবিধা থাকছে

১০ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন অপশনযুক্ত থিম। থ্রিডি কোরসম্পন্ন ২৫টিরও বেশি পরিবর্তনমূলক ইফেক্ট। আবহাওয়া, ঘড়ি, সুইচ, ক্যালেন্ডারসহ ১৫টিরও বেশি সুবিধা রয়েছে এতে।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : আন্ড্রয়িড ২.০ বা তার বেশি।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ১১ মেগাবাইট।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/uFX8h অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন GO Launcher EX লিখে।

গুগল ট্রান্সলেট

ইন্টারনেট ব্যবহার করে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুবাদক এটি, যা একটি শব্দ বা বাক্য লিখে তা ৭০ থেকেও বেশি ভাষায় অনুবাদ করতে পারে। যারা অন্য ভাষা শিখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য বেশ কাজের অ্যাপ্লিকেশন এটি।

গুগল ট্রান্সলেটে যেসব সুবিধা থাকছে

কোনো শব্দ বা বাক্য অন্য ভাষায় অনুবাদের পর তা যেমন দেখা যাবে, তেমনি উচ্চস্বরে শোনাও যাবে এ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী রূপান্তর করা ভাষা সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। একটি শব্দ লিখে বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ এবং সমার্থক শব্দ পাওয়া যাবে এ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে। আন্ড্রয়িড ২.৩ ভার্সনে বা তার চেয়ে ভালো অপারেটিং সিস্টেমে অফলাইনেই অনুবাদ করার সুবিধা থাকছে এতে।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : মোবাইল ফোনের ওপর নির্ভরশীল।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : মোবাইল ফোনের ওপর নির্ভরশীল (২.৩ ভার্সনে ৪ মেগাবাইট)।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/7zKl0 অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Google Translate লিখে।

ব্যাটারি ডক্টর

স্মার্টফোন ব্যবহার করলে ব্যাটারি নিয়ে কমবেশি সবাই দুশ্চিন্তায় থাকেন। অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ব্যাটারির মান ভালো করা যায় না, তবে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাটারি খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করে ভালো সেবা পাওয়া যেতে পারে। আর এমনি একটি অ্যাপ্লিকেশন হলো ব্যাটারি ডক্টর।

ব্যাটারি ডক্টরে যেসব সুবিধা থাকছে

ব্যাটারি ঠিক আর কতক্ষণ ব্যাকআপ দেবে তা জানা যায়। যেসব অ্যাপ্লিকেশন কাজ করছে না সেগুলো বন্ধ করে ব্যাটারি পারফরম্যান্স বাড়ায়। কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করলে মোবাইলে আর কতক্ষণ বেশি চার্জ থাকবে তাও জানিয়ে দেয়।

যেসব ফোনে ব্যবহার করা যাবে : মোবাইল ফোনের ওপর নির্ভরশীল।

অ্যাপ্লিকেশনের আকার : ৪.৪ মেগাবাইট।

যেখান থেকে ডাউনলোড করবেন : http://goo.gl/ojxon অথবা অ্যাপস্টোর থেকে সার্চ দিন Battery Doctor লিখে কজ

ফিডব্যাক :
riyadzubair@gmail.com